56

দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 25 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের উদ্যোগ

তিন বছরে ১৬ হাজার নতুন প্রাইমারি স্কুল হবে॥ শিক্ষক নিয়োগ করা হবে ৪৮ হাজার

মোস্তাক মোবারকী

আগামী ৩ বছরে দেশে ১৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এসব বিদ্যালয়ে গড়ে ৩ জন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। এই হিসাবে ১৬ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগ পাবেন। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। এদিকে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি কমিটি ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে।

সূত্র জানায়, সারা দেশে বর্তমানে ৫৬ হাজার ৭শ' প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৩৭ হাজার ৭শ' সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে প্রায় ১৯ হাজার। সরকার দেশের প্রতিটি গ্রামে ১টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী তিন বছরে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে। বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে বর্তমানে ৭২ হাজার গ্রাম আছে। প্রতিটি গ্রামে ১টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হলে আরও ১৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার। প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, দেশের নতুন ১৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০ হাজার শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা হবে। এই হিসাবে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩ কক্ষবিশিষ্ট করা হবে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সব শিশুর জন্য ভৌত সুবিধা, পাঠ্য পুস্তক এবং শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষে দেশের ১ হাজার ১শ' স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করা হবে এবং ১ হাজার ৫শ' স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন করা হবে।

গ্রাম অঞ্চলে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার

(১৫-এর পাতায় দেখুন)

তিন বছর

(প্রথম পাতার পর)

মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা, প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ এবং সমাজ সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম ও সম্প্রসারণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। শহরে বিশেষ করে মহানগর এলাকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নিয়মিত উপস্থিতির জন্য বিদ্যালয়ে আকর্ষণীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। পাঠদান কার্যক্রম আনন্দদায়ক করা হবে।

এদিকে এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়, সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতায় সমতা বিধান করে লেখাপড়ার উন্নতি করা হবে।

এই কর্মসূচীর আওতায় সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশাগত দক্ষতায় সমতা বিধান করা হবে। একটি অভিন্ন নিয়োগবিধির আওতায় সমান শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচারে সকল ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু পাঠদান কাজ পরিচালনায় প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বের ভূমিকার লক্ষ্যে প্রধান শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে উন্নীত করা হবে।

শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণ ও গুণগত মানোন্নয়নে সকল পদক্ষেপ নেয়া হবে। এই প্রত্যয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে বেশ কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ে ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে।